

## অধ্যায়-৮: বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

**প্রশ্ন ১** নির্বাচন প্রতিনিধি বাছাইয়ের উত্তম পন্থা। বাংলাদেশে নিয়মিত স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পন্থাটি ভিন্ন। স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনসমূহে বাংলাদেশের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেয়।

[ঢা. বো. ১৭/প্রশ্ন নং ৯/]

- ক. দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়? ১
- খ. নির্বাচকমণ্ডলী বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করো। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় নাগরিকদের ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

**খ** প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য যারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদেরকে নির্বাচকমণ্ডলী বলে।

নির্বাচকমণ্ডলী বা ভোটাররাই হচ্ছে প্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য যোগ্য বিচারক। বাংলাদেশে ১৮ বছর বয়স্ক যারা ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে তাদেরকে ভোটার বা নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এদেশের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার বেশকিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটার মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে এক্ষেত্রে ভোটার তালিকায় নাম থাকা আবশ্যিক। এদেশে সকল নাগরিকের জন্য 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নীতি প্রচলিত। প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার জন্য একটিমাত্র ভোটার তালিকা থাকে। বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ এবং জাতীয় সংসদের ৩৫০ আসনের মধ্যে ৩০০টি সাধারণ আসনের সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। আর বাকি ৫০ টি সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্যগণ পরোক্ষভাবে ৩০০ জন সংসদ সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সকল নির্বাচন গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এ পদ্ধতিতে ভোটারগণ প্রার্থীর নাম ও প্রতীকের পাশে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্ধারিত সীলমোহর ব্যবহার করেন। এতে ভোট গণনার কাজে সুবিধা হয়। এদেশের নির্বাচনে সমগ্রদেশকে জনসংখ্যার সমতার ভিত্তিতে ৩০০টি একক প্রতিনিধি নির্বাচনি এলাকায় বিভক্ত করা হয়। এছাড়া সকল জন প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থায় একক নির্বাচনি এলাকা থেকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন রয়েছে। এই কমিশনই নির্বাচনি সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এদেশের সংবিধানে নিয়মিতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় EVM ব্যবহার করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর সাহায্যে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণ ও গণনার কাজ করা হয়।

**ঘ** বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় নাগরিকদের ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে সরকার নয়, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এ দেশের জনগণ নির্বাচনে সঠিক মাত্রায় অংশগ্রহণ করে বলেই রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে তাদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে। জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখছে।

বাংলাদেশের নাগরিকগণ জেনে, বুঝে সকল প্রভাবমুগ্ধ হয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। আর এভাবে ভোট প্রয়োগের ফলে সং যোগ্য ও দক্ষ প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া সম্ভব। আর এমন জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচিত করতে পারলে দেশে আইনের শাসন কয়েম হবে, দুর্নীতি দূর হবে। কেবল নিজের ভোটদানের মাধ্যমেই একজন নাগরিকের দায়িত্ব শেষ হয় না। অন্যকে ভোটাধিকার, রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে ভোটদানে উৎসাহিত করাও নাগরিকের কর্তব্য। নির্বাচনি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা কেবল সরকার বা নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন সকল প্রকার সন্ত্রাসী অপতৎপরতা বন্ধে নাগরিক সচেতনতা একান্ত প্রয়োজন। সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন একটি স্বচ্ছ ও নির্ভুল ভোটার তালিকা। এক্ষেত্রে নাগরিকগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সহযোগিতা করে থাকে। পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে সরকারি সহযোগিতায় নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তা সত্ত্বেও নির্বাচনকে অর্থবহ, ফলপ্রসূ ও প্রাণবন্ত করার ক্ষেত্রে নাগরিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন ২** বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলির মধ্যে একটি নির্বাচন হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে। সে নির্বাচনে একটি বড় রাজনৈতিক দলের মোগান ছিল 'দিন বদলের ডাক'। অন্য একটি বড় রাজনৈতিক দলের মোগান ছিল 'দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও'। ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স প্রদান প্রভৃতি নতুন উদ্যোগে নির্বাচন কমিশন একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেয় এদেশের গণতন্ত্রকামী জনগণকে, এবং দীর্ঘ দুই বছরের রাজনৈতিক সংকটের অবসান হয়ে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ফিরে আসে।

[কু. বো. ১৭/প্রশ্ন নং ৪; ঢা. বো. ১৭/প্রশ্ন নং ৭/]

- ক. সর্বজনীন ভোটাধিকার কাকে বলে? ১
- খ. নির্বাচনে কেন নাগরিকদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন? ২
- গ. উদ্দীপকে যে নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন কীভাবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনে? বিশ্লেষণ করো। ৪

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রাম-শহর, পেশা নির্বিশেষে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকার প্রাপ্তিকেই সর্বজনীন ভোটাধিকার বলে।

**খ** আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন পরিচালিত। নাগরিকগণ তাদের ভোট প্রদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে আইন প্রণয়ন এবং সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে থাকে। আর প্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণ তথা নাগরিকদের পক্ষেই শাসন পরিচালনা করে থাকে। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সফলতার পূর্বশর্তই হচ্ছে নির্বাচন। এজন্যই বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনে নাগরিকের অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

**গ** উদ্দীপকে বাংলাদেশের ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের অর্থাৎ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনে একটি বড় রাজনৈতিক দলের মোগান ছিল, 'দিন বদলের ডাক'। অন্য একটি বড় দলের মোগান ছিল 'দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও'। এ নির্বাচনেই প্রথম ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এখানে মূলত বাংলাদেশের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে।



কেননা আমরা জানি, ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর শুরু হয় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সব জোট ও দলের নির্বাচনি প্রচারণা। আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনি ইশতেহারে চাল-ডাল-তেল-সারসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। নির্বাচনি ইশতেহারে শেখ হাসিনা 'দিন বদলের ডাক' দেন। বিএনপি ও চার দলীয় জোটের নির্বাচনি স্লোগান ছিল 'দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও'। এ বারই প্রথম দেশের কোনো নির্বাচনে মিছিল, শ্লোগান, শোভাউন ছাড়া নির্বাচনি মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়। এছাড়া এ নির্বাচনেই প্রথমবারের মতো স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স প্রদান করা হয়। এ নির্বাচন নিয়ে যাবতীয় আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা দূর করে ২৯ ডিসেম্বর পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আর উদ্দীপকেও এ নির্বাচনের চিত্রই প্রকাশ পেয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন অর্থাৎ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি বৈধ সরকার গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ফিরে আসে।

২০০৬ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে যখন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মেয়াদ শেষে ক্ষমতা ত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে দায়িত্ব অর্পণ করে, তখন থেকেই দেশে রাজনৈতিক সংকট শুরু হয়। তৎকালীন সংবিধান অনুযায়ী বিধান ছিল যে, কোনো দল ক্ষমতা হস্তান্তরের ৯০ দিন পর জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং মধ্যবর্তী ৯০ দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় থেকে নির্বাচনি প্রক্রিয়া তদারকি করবে। কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক জটিলতা তৈরি হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য উপদেষ্টাদের পদত্যাগের পর ফখরুদ্দীন আহমেদ প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ৯০ দিন পর, সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কারণে সে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রায় দুই বছর পর। আর এভাবে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এ অসহনীয় অবস্থার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ২০০৮ সালের নির্বাচন ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ নির্বাচন সংক্রান্ত সব আশঙ্কা ও গুজবকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বস্তুত এ নির্বাচনের মাধ্যমে এ দেশের জনগণ দীর্ঘ দুই বছর পর আবার গণতান্ত্রিক শাসনে ফিরে যাবার সুযোগ লাভ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে দীর্ঘ দুই বছরের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবসান ঘটিয়ে একটি সুষ্ঠু-সুশৃঙ্খল নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আবার গণতান্ত্রিক অবস্থা ফিরে আসে।

**প্রশ্ন ৩** মিতু তার বাবার কাছে তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের একটি তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচনের গল্প শোনে। উক্ত নির্বাচনের পূর্বে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৎকালীন সরকারের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের মুখে ঐ সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সংবিধান অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে সকল দলের অংশগ্রহণে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করেন।

- ক. দুর্নীতি দমন কমিশন কখন প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
- খ. নির্বাচন কমিশন কীভাবে গঠিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশের কোন নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'উক্ত নির্বাচন গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় মাইল ফলক'- তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো।

#### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৪ সালে।

**খ** বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। সংবিধানের ১১৮ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং রাষ্ট্রপতি যেরূপ নির্দেশ করবেন, সেরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশে একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। উক্ত বিষয়ে প্রণীত আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করবেন।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশের ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাদৃশ্য আছে।

১৯৯১ সালের নির্বাচনের পূর্বে দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বৈরাচারি এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। দুই দলের আন্দোলনের একপর্যায়ে এরশাদ সরকার পদত্যাগ করে এবং নির্দলীয় ব্যক্তি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে। উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন কমিশন গঠন করেন এবং এ কমিশনের অধীনে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করেন।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, মিতু তার বাবার কাছে একটি তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের গল্প শোনে। উক্ত নির্বাচনের পূর্বে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৎকালীন সরকারের স্বৈরাচারি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের একপর্যায়ে সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং নির্দলীয় ব্যক্তিকে উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে উপ-রাষ্ট্রপতির সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন বাংলাদেশের ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** উক্ত নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় এক মাইলফলক - বস্তুটি সঠিক।

৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। দেশে অবাধ তথ্য প্রবাহ সৃষ্টি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, পত্র-পত্রিকার ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা হয়। কার্যত এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। ফলে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এক ধাপ এগিয়ে যায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে কেননা এটিই ছিল সামরিক শাসন পরবর্তী সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে প্রথম নির্বাচন। এর মধ্য দিয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাংলাদেশের পুনরাগমন ঘটে। এ নির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যক দল ও প্রার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ভোটদান ও বিপুল উৎসাহে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। এই নির্বাচন যে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাধিক অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু ছিল তা সর্বজনস্বীকৃত। আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত এ নির্বাচন বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করে।

উক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় এক মাইলফলক হয়ে আছে।

**প্রশ্ন ৪** 'ক' রাষ্ট্রে কেবল সর্বনিম্ন ২১ বছর বয়স্ক পুরুষ নাগরিকদের ভোটাধিকার রয়েছে। নাগরিকগণ প্রকাশ্য ভোটদানের মাধ্যমে প্রতিনিধিদের নির্বাচন করতে পারে। কিন্তু এ রাষ্ট্রে নাগরিকগণ নির্বাচন সম্পর্কে উদাসীন। বেশিরভাগ নাগরিক নির্বাচনি প্রচারণায় অংশগ্রহণ করে না এবং প্রার্থী সম্পর্কেও তারা ভালোভাবে অবগত হতে আগ্রহী নন।

ক. বাংলাদেশে প্রথম কত সালে সংসদ নির্বাচন হয়?



- খ. ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের নির্বাচন সম্পর্কিত বিষয়গুলোর অসামঞ্জস্যতা বর্ণনা করে। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের রাষ্ট্রের নাগরিকদের ভূমিকার যথার্থতা মূল্যায়ন করে। ৪

### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম সংসদ নির্বাচন হয়।

**খ** ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন না হওয়ার সম্ভাবনায় ভোটার উপস্থিতি কম ছিল। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার না থাকায় আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াত-ই-ইসলামী ও জাসদ নির্বাচন বর্জন করে। উপরন্তু রাজনৈতিক দলগুলো মনোনয়ন জমা দেয়া ও মনোনয়ন প্রত্যাহার এবং নির্বাচনের দিন সর্বাঙ্গিক হরতাল পালন করে। ফলে রাজনৈতিক অজ্ঞান উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং হরতাল, সহিংস আন্দোলন ইত্যাদির কারণে উক্ত নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কম হয়।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের নির্বাচন সম্পর্কিত বিষয়গুলোর অসামঞ্জস্যতা রয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১২২ (২) নং অনুচ্ছেদে প্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ ১৮ বছর বয়সী নারী ও পুরুষের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে ২১ বছর বয়স্ক কেবল পুরুষ নাগরিকরা ভোট দিতে পারেন। অর্থাৎ 'ক' রাষ্ট্রের নাগরিকগণ প্রকাশ্যে ভোটদানের মাধ্যমে প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেন। কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিকগণ গোপন ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সুতরাং, উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের নির্বাচন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন— ভোট দেওয়ার বয়স, ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য এবং ভোটদান পদ্ধতিতে পার্থক্য রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকের রাষ্ট্রের নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভূমিকা যথার্থ নয়।

উদ্দীপকের রাষ্ট্রের নাগরিকগণ নির্বাচন সম্পর্কে উদাসীন। তারা বেশিরভাগ নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ গ্রহণ করে না। প্রার্থী সম্পর্কে তারা ভালোভাবে অবগত হতে আগ্রহী নয়, যা আদর্শ নাগরিকের বৈশিষ্ট্য নয়। তাদের এই ভূমিকায় নাগরিক অধিকার হরণ হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হয়। বস্তুত, নাগরিকগণ যখন তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতন না হয় তখন অগণতান্ত্রিক তথা স্বৈরাচারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্রের নাগরিকদের ভূমিকায় প্রতিফলিত হয়।

জনগণ যদি প্রার্থী সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত না হয় তাহলে অদক্ষ, অশিক্ষিত, অরাজনৈতিক প্রতিনিধির প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ না নিলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনগণ অবগত হতে পারে না। ভবিষ্যৎ শাসকগোষ্ঠীর কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় না এবং নির্বাচনি প্রচারণায় কোনো অগণতান্ত্রিক নির্বাচনি প্রচারণা থাকলে জনগণ তার প্রতিবাদ করতে পারে না। যার ফলে জনগণের উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে অযোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিয়ে নির্বাচিত হয়ে মূর্খের সরকার প্রতিষ্ঠা করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের রাষ্ট্রের নাগরিকদের ভূমিকা যথার্থ নয়। তাদেরকে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, ভালো যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে, নির্বাচন সম্পর্কিত বিধি জেনে প্রতিনিধি নির্বাচন করে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ একটি উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে রাজনৈতিকভাবে সচেতন নাগরিকের কোনো বিকল্প নাই।

**প্রশ্ন ৫** সালমান সম্প্রতি ১৮ বছরে পদার্পণ করেছে। আগামী একাদশতম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সে ভোট দিতে পারবে বলে খুবই উৎফুল্ল। সে ঠিক করেছে ভোটের আগে সমস্ত দিক লক্ষ্য রেখে তবেই যোগ্য প্রার্থীকে ভোট প্রদান করবে। কেননা যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে না পারলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাবার সাথে এসব বিষয় নিয়ে সে প্রায়শই আলোচনা করে।

(ঢাকা রেপরিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল/এস নং ৯/)

- ক. সর্বজনীন ভোটাধিকার কাকে বলে? ১
- খ. গণভোট বলতে কী বুঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে যে বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে বাংলাদেশে উক্ত বিষয়টির কী কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. উক্ত বিষয়টির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নাগরিকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে— মূল্যায়ন কর। ৪

### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যখন ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, গণ বা উপযুক্ততা নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়া হয়, তখন তাকে সর্বজনীন ভোটাধিকার বলা হয়।

**খ** গণভোট বলতে কোনো বিষয়ে জনমত যাচাইকে বোঝানো হয়। যদি কোনো বিধান সংশোধনের জন্য জাতীয় সংসদের আইনই যথেষ্ট বলে মনে না হয়, সেক্ষেত্রে এরূপ কোনো বিলে সম্মতিদানের পূর্বে রাষ্ট্রপতি জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা করেন। এটাই গণভোট নামে পরিচিত।

**গ** উদ্দীপকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমন্ডলী বা ভোটার হবার যোগ্যতা এবং সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচনের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। বাংলাদেশে ন্যূনতম ১৮ বছর বয়স্ক নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের ভোটাধিকার রয়েছে। ব্যালট পেপারের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভোটদান সম্পাদিত হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশের সংবিধানে নিয়মিতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। অর্থাৎ মেয়াদান্তে নির্ধারিত সময়ে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগে কোনো কারণে যদি আসন শূন্য হয়, নির্ধারিত সময়ে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তা পূরণ করা হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত একাদশতম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সালমান নির্বাচনে ভোটপ্রদান করবে। সে উক্ত নির্বাচনে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করবে। কেননা সঠিক প্রার্থী নির্বাচিত করতে না পারলে উন্নয়ন সম্ভব হবে না। ভোটারদের সচেতনতার মাধ্যমে সং, দক্ষ ও উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হয়। মোটকথা, বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে সর্বজনীন ভোটাধিকার ও সচেতন ভোটাররাই পারে উপযুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে।

**ঘ** নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নাগরিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নাগরিকগণ সং ও যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচন করে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকে। এরূপ একটি নির্বাচন আয়োজন করার দায়িত্ব প্রধানত নির্বাচন কমিশনের। কিন্তু নির্বাচকমন্ডলী অর্থাৎ ভোটারদের দায়িত্ব ও কর্তব্যও এক্ষেত্রে কোনো অংশে কম নয়। ভোটারদের সতর্ক দৃষ্টি একটি সুন্দর নির্বাচনের পূর্বশর্ত।

সং, দক্ষ ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ভোটারদের পছন্দই প্রধান। কিন্তু যদি এ ভোটাররা অসচেতন থাকেন কিংবা কোনোরূপ প্রভাবিত হয়ে ভোট দিয়ে থাকেন, তবে নির্বাচন কমিশনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা সম্ভব নয়। ভোটারদেরকে যদি অর্থ দিয়ে প্রভাবিত করা যায় তবে নির্বাচনের পরিবেশ বিনষ্ট হতে বাধ্য। তাই



ভোটেরা না চাইলে অযোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হতে পারে না। গণতন্ত্রকে সংহত করতে চাইলে তাই সবার আগে ভোটারদের সচেতনতা প্রয়োজন। ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, নির্বাচনে নাগরিকদের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

**প্রশ্ন ৬** শমির বয়স গত বছর ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে। এবার ভোটার তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সে ভীষণ খুশি। কেননা আগামীতে যেকোনো নির্বাচনে সে ভোট প্রদান করতে পারবে এবং তার পছন্দের প্রার্থীকে বাছাই করতে পারবে। এজন্য সে এখন থেকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা এবং নির্বাচনী আচরণবিধি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছে।

[হলি ক্রস কলেজ | এম নং ৬/]

- ক. বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হয়? ১
- খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শমির ভোটাধিকার প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার কোন বৈশিষ্ট্য প্রতিফলন ঘটেছে? ৩
- ঘ. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ করার জন্য তুমি কোন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবে? লিখ। ৪

#### ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়।

**খ.** স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক জনগণের স্বশাসনকে বোঝায়।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয় না। এর প্রতিনিধিগণ এলাকার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এরা নিজ নিজ এলাকার জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ প্রভৃতি।

**গ.** উদ্দীপকে শমির ভোটাধিকারপ্রাপ্তি বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার নির্বাচকমণ্ডলী নির্ধারণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত।

নির্বাচন প্রক্রিয়া বলতে নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলো বোঝায়। ভোটার তালিকা প্রণয়ন; নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণ; নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা; রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ; মনোনয়নপত্র বিতরণ, গ্রহণ ও বাছাই; প্রতীক বন্টন ও ব্যালট পেপার মুদ্রণ; ভোটকেন্দ্রে নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা; প্রিজাইডিং, সহকারী প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার নিয়োগ; ব্যালট বাস্ক বিতরণ; ভোট গ্রহণ; ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নির্বাচনি প্রক্রিয়ার অংশ। অর্থাৎ নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমকে নির্বাচনি প্রক্রিয়া বলে। এ প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে, সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাপ্ত বয়স্ক নির্বাচকমণ্ডলী বা ভোটার নির্ধারণ করা।

উদ্দীপকের শমির বয়স ১৮ বছর হওয়ায় সে সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের ভোটার হয়েছে, যা বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার নির্বাচকমণ্ডলী বা ভোটার নির্ধারণ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, শমির বয়স বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার নির্বাচকমণ্ডলী নির্ধারণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত।

**ঘ.** বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ করার জন্য আমি যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণে সুপারিশ করবো সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো—

সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচনের কতকগুলো পূর্বশর্ত রয়েছে। একটি যুগোপযোগী আইনি কাঠামো; নির্ভরযোগ্য ভোটার তালিকা ও যথাযথভাবে নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণ; স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও যুগোপযোগী

নির্বাচন কমিশন এবং নিরপেক্ষ সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রভৃতি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পাদন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচনি মাঠে কালো টাকা ও পেশিশক্তির অনুপস্থিতি, সর্বোপরি নাগরিকের অংশগ্রহণ। কেননা, নাগরিকের অংশগ্রহণ ব্যতীত কোনো নির্বাচন অর্থবহ হতে পারে না।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকগণই সকল ক্ষমতার উৎস। ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকগণ যোগ্য ও উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করার মাধ্যমে সরকার গঠন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন। নাগরিকগণ জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নাগরিকগণ প্রশাসনকে সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকেন। এছাড়া ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরী, নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন ও সংস্কার, নির্বাচন কমিশন ও সরকারের নিরপেক্ষতা, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান, আইনের শাসন প্রভৃতি অবাধ, সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

**প্রশ্ন ৭** রিমা তার বাবার কাছে তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের একটি তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচনের গল্প শোনে। উক্ত নির্বাচনের পূর্বে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৎকালীন সরকারের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের মুখে সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সংবিধান অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে সকল দলের অংশগ্রহণে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করেন।

[গাজীপুর সিটি কলেজ | এম নং ৮/]

- ক. নির্বাচন কী? ১
- খ. সর্বজনীন ভোটাধিকার বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশের কোন নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “উক্ত নির্বাচন গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার মাইলফলক”— তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

#### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** নির্বাচন হলো প্রতিনিধি বাছাই বা নির্বাচন করার একটি প্রক্রিয়া।

**খ.** যখন ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, গুণ বা উপযুক্ততা নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়া হয়, তখন তাকে সর্বজনীন ভোটাধিকার বলা হয়।

সর্বজনীন ভোটাধিকার আধুনিক গণতন্ত্রের আদর্শ। বাংলাদেশে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে সর্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি মেনে চলা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ১২২ নং অনুচ্ছেদে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের কথা বলা হয়েছে।

**গ.** উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশের ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাদৃশ্য আছে।

১৯৯১ সালের নির্বাচনের পূর্বে দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করে এবং তৎকালীন এরশাদ সরকারকে স্বৈরাচারি হিসেবে আখ্যায়িত করে। দুই দলের আন্দোলনের একপর্যায়ে এরশাদ সরকার পদত্যাগ করে এবং নির্দলীয় ব্যক্তি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে। উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন কমিশন গঠন করেন এবং এ কমিশনের অধীনে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করেন। উদ্দীপকেও দেখা যায়, রিমা তার বাবার কাছ থেকে বাংলাদেশের যে তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা জানতে পেরেছে, সে নির্বাচনের পূর্বেও প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করে এবং তৎকালীন সরকারকে স্বৈরাচারী আখ্যা দেয়। আন্দোলনের একপর্যায়ে সরকার পদত্যাগ করে এবং নির্দলীয় ব্যক্তিকে



উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে এবং উপ-রাষ্ট্রপতির অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন বাংলাদেশের ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় মাইলফলক— বক্তব্যটি সঠিক।

৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশে অবাধ তথ্য প্রবাহ সৃষ্টি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, পত্র-পত্রিকার ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা হয়। কার্যত এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। ফলে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এক ধাপ এগিয়ে যায়। ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রপতি এরশাদ ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। ত্রিদিনই রাষ্ট্রপতি এরশাদ উপ-রাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যক দল ও প্রার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ভোটাররাও বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত এ নির্বাচন বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করে। এই নির্বাচন যে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাধিক অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু ছিল তা সর্বজনস্বীকৃত। রাজনৈতিক ভাষ্যকার, সাংবাদিক, বিশ্লেষক সকলেই এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বাংলাদেশের ইতিহাসে এরূপ অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পূর্বে কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি।

উক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় মাইলফলক হয়ে আছে।

**প্রশ্ন ৮** 'ক' রাষ্ট্রের জাতীয় পর্যায়ের এক নির্বাচন অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ শেষে বিদেশী পর্যবেক্ষকদল এক বিশ্লেষণাত্মক রিপোর্ট তুলে ধরেন। তাদের পর্যালোচনায় যেসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে সেগুলো হলো— সর্বজনীন ভোটাধিকার, গোপন ভোটদান পদ্ধতি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন, ছবিসহ ভোটার তালিকা ও পরিচয়পত্র, নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রভৃতি। পরিশেষে তারা মন্তব্য করেন— 'ক' রাষ্ট্রের নির্বাচন ব্যবস্থা উত্তম।

[নিরায়ণপণ্ডিত সরকারি মহিলা কলেজ, ঈশ্বর নং ৭/]

- ক. বেসরকারি বিল কাকে বলে? ১
- খ. জাতীয় সংসদের গঠন ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. কোন কোন ক্ষেত্রে 'ক' রাষ্ট্রের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলাদেশের নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'ক' রাষ্ট্রের নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিদেশী পর্যবেক্ষকদের মন্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

#### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সংসদে প্রাথমিকভাবে সংসদ সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিলকে বেসরকারি বিল বলা হয়।

**খ** ১৯৭২ সালের সংবিধান মোতাবেক ৬৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। তন্মধ্যে ৩০০ জন প্রত্যক্ষ ভোটে একক নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদে ৫০টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে নারীদের জন্য। তবে নারীরা সাধারণ আসনেও নির্বাচিত হতে পারেন।

**গ** সর্বজনীন ভোটাধিকার, গোপন ভোটদান পদ্ধতি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন, ছবিসহ ভোটার তালিকা ও পরিচয়পত্র এবং নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'ক' রাষ্ট্রের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলাদেশের নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলাদেশে ন্যূনতম ১৮ বছর বয়স্ক নারী-পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের ভোটাধিকার রয়েছে। ব্যালট পেপারের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভোটদান সম্পাদিত হয়। আবার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ এবং জাতীয় সংসদের সদস্যগণ সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পাশাপাশি পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিও চালু রয়েছে। যেমন— বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যগণ পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশের নির্বাচনে কারচুপি ও জাল ভোট রোধের জন্য ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরি ও জাতীয় পরিচয়পত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের সংবিধানে নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। এ জন্যই বলা যায় যে, 'ক' দেশের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলাদেশের নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** বিদেশী পর্যবেক্ষক 'ক' রাষ্ট্রের নির্বাচন ব্যবস্থা উত্তম বলে মন্তব্য করেছেন।

উত্তম নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়—

১. সর্বজনীন ভোটাধিকার উত্তম নির্বাচনের জন্যে অপরিহার্য শর্ত। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ভিত্তি ও শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি যথার্থভাবে ফুটে ওঠে।
২. প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে উত্তম নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সহজ।
৩. সহজ ভোটদান পদ্ধতির মাধ্যমে উত্তম নির্বাচন ব্যবস্থা কয়েম করা যায়। এ পদ্ধতি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।
৪. উত্তম নির্বাচন ব্যবস্থা কয়েমের জন্যে গোপনে ভোটদান ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।
৫. একক প্রতিনিধি নির্বাচনী এলাকাকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এতে নির্বাচন ব্যবস্থার সুষ্ঠুতা প্রকাশ পাবে।
৬. উত্তম নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রতিনিধিদের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। এ নিয়ন্ত্রণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করতে হবে।
৭. উত্তম নির্বাচন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দুর্নীতিমুক্ততা। কারচুপি, ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও নির্বাচনে কালো টাকার প্রভাব নির্বাচিত সরকারের স্বচ্ছতাকে ব্যাহত করে। এ জন্যে দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থাই উত্তম নির্বাচন ব্যবস্থা।
৮. নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় ভিন্ন রাষ্ট্রের পর্যবেক্ষক নিয়োগ করলে সমালোচনার ভয়ে কোনো দল কারচুপির আশ্রয় নিতে পারে না। ফলে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সহজ হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত পর্যবেক্ষক ও এ সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই বলা যায় তাদের মন্তব্যটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ৯** বিদ্যালয়ের আসন্ন শিক্ষক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ দুদলে ভাগ হয়ে গেলেন। তাদের দাবি একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের। অবশেষে প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হকের নেতৃত্বে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আশ্বাসে পদত্যাগ করতে বাধ্য শিক্ষকগণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

[পুলিশ মাইন স্কুল আত কলেজ, বগুড়া, ঈশ্বর নং ১১/]

- ক. জেনারেল এরশাদ কত সালে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন? ১
- খ. জনপ্রতিনিধি কে? ২
- গ. উদ্দীপকে আনোয়ারুল হকের ভূমিকার সাথে ১৯৯১ সালের নির্বাচনের বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের ভূমিকার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের শিক্ষকগণের সন্তুষ্টি যেন ১৯৯১ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর সন্তুষ্টিই প্রতিচ্ছবি— বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।



ক. যিনি জনগণের হয়ে তাদের দাবি-দাওয়া উত্থাপন কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরেন তাকে জনপ্রতিনিধি বলা হয়।

নাগরিকগণ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিজেদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকেন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা স্থানীয় জনগণের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ এবং দাবি-দাওয়ার কথা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে ধরেন। যেমন— বাংলাদেশের সংসদ সদস্যগণ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। তারা তাদের নিজ নিজ এলাকার জনগণের বিভিন্ন সমস্যার কথা সরকারের নিকট তুলে ধরেন এবং সমাধানের চেষ্টা করেন।

গ. উদ্দীপকের আনোয়ারুল হকের ভূমিকার সাথে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের ভূমিকার সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯৯১ সালের নির্বাচনের পূর্বে দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ঐক্যবন্ধ হয়ে আন্দোলন করে এবং তৎকালীন এরশাদ সরকারকে স্বৈরাচারী হিসেবে আখ্যায়িত করে। দুই দলের আন্দোলনের একপর্যায়ে এরশাদ সরকার পদত্যাগ করে এবং নির্দলীয় ব্যক্তি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে। উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন কমিশন গঠন করেন এবং এ কমিশনের অধীনে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করেন।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, বিদ্যালয়ের আসন্ন শিক্ষক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ দুদলে ভাগ হয়ে একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের দাবি করেন। অবশেষে প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হক সুষ্ঠু নির্বাচনের আশ্বাস দিলে ক্ষমতাসীনরা পদত্যাগ করেন। আনোয়ারুল হকের নেতৃত্বে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন হলে আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ সন্তুষ্ট হন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন বাংলাদেশের ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. উদ্দীপকের শিক্ষকগণের সন্তুষ্টি যেন ১৯৯১ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর সন্তুষ্টিরই প্রতিচ্ছবি- কথাটি যথার্থ।

১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রপতি এরশাদ ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। ঐদিনই রাষ্ট্রপতি এরশাদ উপ-রাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যক দল ও প্রার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ভোটাররাও বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। এই নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু ছিল। উক্ত নির্বাচনের ফলাফল অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দল সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে।

৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশে অবাধ তথ্য প্রবাহ সৃষ্টি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, পত্র-পত্রিকার ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা হয়। কার্যত এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। ফলে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এক ধাপ এগিয়ে যায়। রাজনৈতিক ভাষ্যকার, সাংবাদিক, বিশ্লেষক সকলেই এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বাংলাদেশের ইতিহাসে এরূপ অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পূর্বে কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি।

উক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকের শিক্ষকগণের সন্তুষ্টি ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর সন্তুষ্টিরই প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন ১০

সংসদের মেয়াদ — ১১ দিন
গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস
১৫তম সংশোধনীতে সেই বিল বাতিল

[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন গারদিক স্কুল ও কলেজ, কুড়া। প্রশ্ন নং ৯]

ক. বাংলাদেশে প্রথম কত সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? ১

খ. নির্বাচনে নাগরিকের অংশগ্রহণ প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ছকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো কোন জাতীয় নির্বাচনের ইঙ্গিত দিচ্ছে? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. ছকের বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যবেক্ষণপূর্বক এবং পাঠ্যবইয়ের আলোকে তৎকালীন সরকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

খ. আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান।

নাগরিকগণ তাদের ভোট প্রদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে আইন প্রণয়ন এবং সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে থাকে। আর প্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণ তথা নাগরিকদের পক্ষেই শাসন পরিচালনা করে থাকে। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সফলতার পূর্বশর্তই হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন। এজন্যই বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনে নাগরিকের অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

গ. ছকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় ৬ষ্ঠ জাতীয় নির্বাচনের দিকে ইঙ্গিত করে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ছকে দেখানো হচ্ছে যে, ১১ দিন মেয়াদি উক্ত সংসদে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস হয় এবং তা পরবর্তীতে সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল করা হয়। উক্ত ঘটনার প্রত্যেকটিই ছিল ৬ষ্ঠ জাতীয় নির্বাচনের পরবর্তী সরকারের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) অধীনে অনুষ্ঠিত উক্ত নির্বাচন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জাসদসহ অন্যান্য সকল দল বর্জন করে। ফলে বিএনপি প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৭৮টি আসনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। কিন্তু বর্জনকারী বিরোধী দলগুলোর অনবরত আন্দোলনের মুখে খালেদা জিয়া পদত্যাগে বাধ্য হয়। স্বল্পমেয়াদী উক্ত সংসদে গুরুত্বপূর্ণ “তত্ত্বাবধায়ক সরকার” বিল পাস করে সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনী আনা হয়। পরবর্তীতে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে উক্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। সুতরাং আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকের ছকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলি ৬ষ্ঠ জাতীয় নির্বাচনের প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

ঘ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে এবং ছকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলি পর্যবেক্ষণ করে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তৎকালীন সময়কার অর্থাৎ ৬ষ্ঠ জাতীয় নির্বাচন ও তৎপরবর্তী গঠিত সরকারের সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল অস্থিতিশীল।

১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষমতাসীন বিএনপি-এর অধীনে অনুষ্ঠিত উক্ত নির্বাচন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জাসদ, জেপি-সহ প্রায় সব দল বর্জন করে। ফলে প্রহসনের নির্বাচনে বিএনপি ৩০০ আসনের মধ্যে ২৭৮ আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে।

প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে অবৈধভাবে গঠিত সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগসহ সকল বিরোধী জোট মিলে দুর্বীর আন্দোলন গড়ে তোলে। বিরোধীদের যৌক্তিক আন্দোলনের মুখে খালেদা জিয়া পদত্যাগে বাধ্য হন। পদত্যাগের পূর্বে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী এনে বিরোধী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী “তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল” পাস করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় এবং উক্ত সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসন লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।



তৎকালীন সময়ে দেশে বিরাজমান উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এটি ছিল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচন। এ নির্বাচনের মাধ্যমে সুদীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে সক্ষম হয়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা আশা পোষণ করেন, এই নির্বাচনি ফলাফল দেশে সুদৃঢ় গণতান্ত্রিক ভিত্তি রচনা করবে।

**প্রশ্ন ১১** যুগের অগ্রগতিতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তনের কোনো ছোঁয়া লাগেনি রশিদ মিয়া'র মনে। তাই সে নারীর অধিকারে, ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করে না। সে কখনোই চায় না তার স্ত্রী ভোট প্রদান করুক। এমনকি সে তার মেয়েদেরও ভোটকেন্দ্রে যেতে দেয় না। সে ভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো বিচক্ষণতা নারীরা এখনো অর্জন করতে পারেনি। */দিউ গডা/ জিহা কলজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং-৭/*

- ক. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কবে? ১
- খ. কীভাবে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন রচিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের রশিদ মিয়া বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় কোন বৈশিষ্ট্যকে অবমাননা করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে রশিদ মিয়া'র ভূমিকাকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? মতামত দাও। ৪

#### ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ।

**খ** নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন রচিত হয়।

এ ব্যবস্থায় জনগণের অভাব, অভিযোগ জানার এবং সেগুলো দূরীকরণে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যথাযথ ভূমিকা পালনের সুযোগ পায়। বস্তুত নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়। তাই বলা যায়, নির্বাচন সরকার ও জনগণের মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

**গ** উদ্দীপকের রশিদ মিয়া বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার সর্বজনীন ভোটাধিকার বৈশিষ্ট্যকে অবমাননা করেছেন।

নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ এবং শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকার প্রাপ্তিকেই সর্বজনীন ভোটাধিকার বলে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১২২ নং অনুচ্ছেদে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকারে কথা বলা হয়েছে। ভোটদানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সবাই সমান এবং এটা সকল নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার। একজন পুরুষের ভোট যেমন মূল্যবান, তেমনি একজন নারীর ভোটও মূল্যবান। এক্ষেত্রে নারীকে ভোট প্রদানে বাধা দেওয়া কিংবা প্রভাবিত করা যাবে না। আর এটাই হলো সর্বজনীন ভোটাধিকারের মূল বৈশিষ্ট্য।

উদ্দীপকে দেখা যায় রশিদ মিয়া নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করেন না। সে চায় না তার স্ত্রী ভোট প্রদান করুক। এমনকি সে তার স্ত্রী ও মেয়েদেরও ভোট কেন্দ্রে যেতে দেয় না। সে ভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো বিচক্ষণতা নারীরা এখনো অর্জন করতে পারেনি। এর মাধ্যমে রশিদ মিয়া বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সর্বজনীন ভোটাধিকারকে অস্বীকার করেছেন। ভোটদানের মাধ্যমে নাগরিক তার প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ নেয়। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে। ভোটাধিকার বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীকে দূরে রাখা যাবে না।

**ঘ** উদ্দীপকের রশিদ মিয়া'র ভূমিকায় শাসনব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলে আমি মনে করি।

গণতন্ত্রের আদর্শকে সমুলত রেখে প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে সর্বজনীন ভোটাধিকারকে নির্বাচনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এর ফলে নারী

ও পুরুষ সবাই ভোটের এবং প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে একজন পুরুষ যতটুকু অবদান রাখতে পারে, সুযোগ পেলে একজন নারীও সেটুকু অবদান রাখতে পারে। আর আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক হলো নারী। তাই তাদেরকে বাদ দিয়ে দেশে দক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নারীকে প্রথম মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে। পরিবার থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে তাদের মতামতকে মূল্যায়ন করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। তাহলেই নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। আর নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হলে তারা দেশের প্রশাসন, রাজনীতি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। কিন্তু উদ্দীপকের রশিদ মিয়া'র মনোভাব নারীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে রাখবে। তারা দেশের জনশক্তির অর্ধেক অংশ হওয়া সত্ত্বেও কোনো অবদান রাখতে পারবে না।

আলোচনা শেষে বলা যায়, নির্বাচনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সর্বজনীন ভোটাধিকার অবমাননায় নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

**প্রশ্ন ১২** নির্বাচন প্রতিনিধি বাছাই এর উত্তম পন্থা। বাংলাদেশে নিয়মিত স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি ভিন্ন। স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনসমূহে বাংলাদেশের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেয়। */নায়ক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং-৯/*

- ক. দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়? ১
- খ. নির্বাচকমণ্ডলী বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করো। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় নাগরিকদের ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

#### ১২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

**খ** প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য যারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদেরকে নির্বাচকমণ্ডলী বলে।

নির্বাচকমণ্ডলী বা ভোটাররাই হচ্ছে প্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য যোগ্য বিচারক। বাংলাদেশে ১৮ বছর বয়স্ক যারা ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে তাদেরকে ভোটার বা নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এদেশের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার বেশকিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে এক্ষেত্রে ভোটার তালিকায় নাম থাকা আবশ্যিক। এদেশে সকল নাগরিকের জন্য 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নীতি প্রচলিত। প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার জন্য একটিমাত্র ভোটার তালিকা থাকে।

বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সকল নির্বাচন গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এ পদ্ধতিতে ভোটারগণ প্রার্থীর নাম ও প্রতীকের পাশে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্ধারিত সীলমোহর ব্যবহার করেন। এতে ভোট গণনার কাজে সুবিধা হয়। এদেশের নির্বাচনে সমগ্রদেশকে জনসংখ্যার সমতার ভিত্তিতে ৩০০টি একক প্রতিনিধি নির্বাচনি এলাকায় বিভক্ত করা হয়। এছাড়া সকল জন প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থায় একক নির্বাচনি এলাকা থেকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন রয়েছে। এই কমিশনই নির্বাচনি সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এদেশের সংবিধানে নিয়মিতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের



বিধান রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় EVM ব্যবহার করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর সাহায্যে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণ ও গণনার কাজ করা হয়।

**ঘ** বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় নাগরিকদের ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে সরকার নয়, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এ দেশের জনগণ নির্বাচনে সঠিক মাত্রায় অংশগ্রহণ করে বলেই রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে তাদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে। জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখছে।

বাংলাদেশের নাগরিকগণ জেনে, বুঝে সকল প্রভাবমুক্ত হয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। আর এভাবে ভোট প্রয়োগের ফলে সংযোগ্য ও দক্ষ প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া সম্ভব। আর এমন জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচিত করতে পারলে দেশে আইনের শাসন কায়েম হবে, দুর্নীতি দূর হবে। কেবল নিজের ভোটদানের মাধ্যমেই একজন নাগরিকের দায়িত্ব শেষ হয় না। অন্যকে ভোটাধিকার, রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে ভোটদানে উৎসাহিত করাও নাগরিকের কর্তব্য। নির্বাচনি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা কেবল সরকার বা নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন সকল প্রকার সন্ত্রাসী অপতৎপরতা বন্ধে নাগরিক সচেতনতা একান্ত প্রয়োজন। সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন একটি স্বচ্ছ ও নির্ভুল ভোটার তালিকা। এক্ষেত্রে নাগরিকগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সহযোগিতা করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে সরকারি সহযোগিতায় নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তা সত্ত্বেও নির্বাচনকে অর্থবহ, ফলপ্রসূ ও প্রাণবন্ত করার ক্ষেত্রে নাগরিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন ১৩** যুগের অগ্রগতিতে অনেক পরিবর্তন হলেও শহরে বসবাসরত মাহমুদ সাহেবের মনে তার কোনো ছোঁয়া লাগেনি। তাই তিনি নারীদের ঘরের বাইরের কাজ, কোনো ধরনের ক্ষমতা প্রদানে বিশ্বাস করেন না। তিনি কখনই চান না তার স্ত্রী ভোট প্রদান করুক। এমনকি তিনি তার মেয়েদেরকেও ভোটকেন্দ্রে যেতে দেন না। তিনি মনে করেন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মত বিচক্ষণতা সব নারী এখনও অর্জন করতে পারেনি।

*[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ৯/]*

- ক. বাংলাদেশের কোন সংস্থা নির্বাচন পরিচালনা করে? ১
- খ. প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়াকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মাহমুদ সাহেব নির্বাচন ব্যবস্থার কোন কোন বৈশিষ্ট্যকে অবহেলা করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ অবমাননায় শাসন ব্যবস্থায় কীরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

#### ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে।

**খ** প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়াকে বলা হয় নির্বাচন।

নির্বাচন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে দেশের ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকগণ তাদের প্রতিনিধি বাছাই করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি নিয়মিত ও দীর্ঘ মেয়াদি রাজনৈতিক ব্যবস্থাই হলো নির্বাচন। এটি মূলত প্রতিনিধি বাছাইয়ের একটি প্রক্রিয়া। এটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি মৌলিক এবং অপরিহার্য বিষয়। নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই যোগ্য প্রতিনিধি বাছাই করে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

**গ** উদ্দীপকের মাহমুদ সাহেব বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সর্বজনীন ভোটাধিকার বৈশিষ্ট্যকে অবমাননা করেছেন।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক

রাষ্ট্রে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ প্রতিনিধি বাছাইয়ের কাজটি করে থাকে। সেখানে নির্বাচন ব্যবস্থায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক ভোটদানের অধিকারী।

অথচ উদ্দীপকের মাহমুদ সাহেব স্ত্রী ও মেয়েদের ভোট কেন্দ্রে যেতে দেন না। আবার তিনি নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নে বিশ্বাসও করেন না। বরং এটা ভাবেন যে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো বিচক্ষণতা নারীরা এখনো অর্জন করতে পারেনি। এজন্যই বলা যায়, উদ্দীপকের মাহমুদ সাহেব বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সর্বজনীন ভোটাধিকারকে অস্বীকার করেছেন।

**ঘ** উক্ত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সর্বজনীন ভোটাধিকার বৈশিষ্ট্য অবমাননায় শাসনব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলে আমি মনে করি।

গণতন্ত্রের আদর্শকে সমুন্নত রেখে প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে সর্বজনীন ভোটাধিকারকে নির্বাচনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আবার সকল নাগরিকেরই ভোটদানের সমান অধিকার রয়েছে। সকলের ভোটদানের মাধ্যমে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়। তা না হলে এর গুরুত্ব থাকে না। প্রত্যেক ব্যক্তির একটি করে ভোট রয়েছে। প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার জন্য পৃথক ভোটার তালিকা থাকবে। নারী-পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ, গোত্রভেদে কোনো ভোটার তালিকা থাকবে না। সকলেই সমান।

১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসন ব্যতীত বাকি সময় সরকার পরিবর্তনের একমাত্র ধারক হিসেবে কাজ করেছে নির্বাচন। মূলত জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমেই তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশ করেছে।

অতএব আলোচনা শেষে বলা যায়, সর্বজনীন ভোটাধিকার ছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

**প্রশ্ন ১৪** রনির বয়স ১৮ বছর হওয়ায় ভোটার তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সে খুশি কেননা আগামীতে সে ভোট দিবে এবং পছন্দের প্রার্থী নির্বাচন করতে পারবে। সে এখন বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থা ও নির্বাচনি আচরণবিধি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছে।

*[হিম্মাহাদী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ৮/]*

- ক. বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হয়? ১
- খ. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ২
- গ. উদ্দীপকে রনির ভোটাধিকার প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে? ৩
- ঘ. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ করার জন্য তুমি কোন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবে? ৪

#### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

**খ** বাংলাদেশের নির্বাচনব্যবস্থার প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা সচল রাখা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ ১৮ বছর বয়স থেকে প্রত্যেক নাগরিক ভোটদানের অধিকারী।
২. বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোটারগণ তাদের প্রতিনিধি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রয়োগ করে থাকে। ভোট প্রদানের গোপনীয়তা রক্ষার মাধ্যমে তারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে।

**গ** উদ্দীপকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রনির বয়স ১৮ হওয়ায় সে ভোটার হয়েছে। অর্থাৎ ভোটার তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সে আগামীতে তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবে। এগুলো বাংলাদেশের নির্বাচনব্যবস্থার যে বৈশিষ্ট্য বহন করে তা নিচে দেওয়া হলো—



**সর্বজনীন ভোটাধিকার:** ১৮ বছর বয়সের সকল নাগরিক ভোটদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকারী।

**অভিন্ন ভোটার তালিকা:** সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনে এলাকার জন্য একটি অভিন্ন ভোটার তালিকা থাকবে এবং ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী-পুরুষভেদের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করে কোনো বিশেষ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা যাবে না।

**স্বাধীন নির্বাচন কমিশন:** নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে এবং সংবিধান ও আইনের অধীন হবে।

**গোপন ভোট পদ্ধতি:** গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনি কাজ সমাপ্ত হয়।

**ঘ** বাংলাদেশের নির্বাচনে নাগরিকের অংশগ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম। সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচনের কতকগুলো পূর্বশর্ত রয়েছে। একটি যুগোপযোগী আইনি কাঠামো, নির্ভরযোগ্য ভোটার তালিকা ও যথাযথভাবে নির্ধারিত নির্বাচনি এলাকা এসব পূর্বশর্তের অন্তর্ভুক্ত। এতে আরো অন্তর্ভুক্ত একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও যুগোপযোগী নির্বাচন কমিশন এবং নিরপেক্ষ সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সর্বোপরি নাগরিকের অংশগ্রহণ। কেননা নাগরিকের অংশগ্রহণ ব্যতীত কোনো নির্বাচনই অর্থবহ হতে পারে না।

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নাগরিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিকগণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য জনমত তৈরী করে এবং সং ও যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দানের জন্য প্রচারণা চালায়। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রশাসনকে সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করে। ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নাগরিকগণ সার্বভৌম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নাগরিকগণই সকল ক্ষমতার উৎস। ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকগণ যোগ্য ও উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করার মাধ্যমে সরকার গঠন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। নাগরিকগণ তথা নির্বাচকমণ্ডলী জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার ও বিরোধী দল জনমতের ভিত্তিতে নিজেদের কার্যক্রম নির্ধারণ করে। যার প্রভাব পড়ে নির্বাচনি ফলাফলের উপর। ফলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়। এছাড়া নাগরিকগণ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় নাগরিকের অংশগ্রহণ সর্বজনীন নির্বাচনকে অর্থবহ ফলপ্রসূ ও প্রাণবন্ত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন ১৫** 'ক' রাষ্ট্রটিতে রাজতন্ত্র এবং 'খ' রাষ্ট্রটিতে গণতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে। 'ক' রাষ্ট্রটিতে নির্বাচনব্যবস্থা নেই। কিন্তু 'খ' রাষ্ট্রটিতে গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও কাঠামো সচল করার লক্ষ্যে নির্বাচনব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন কাজ সম্পন্ন হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণই সরকার পরিচালনা করেন।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ৮/]

ক. বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল? ১

খ. বাংলাদেশের নির্বাচনব্যবস্থার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত 'খ' রাষ্ট্রটির নির্বাচনব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি ও নির্বাচন ব্যবস্থার সাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. 'প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ'— উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় করো। ৪

#### ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

**খ** বাংলাদেশের নির্বাচনব্যবস্থার প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. বাংলাদেশের নির্বাচনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো— সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা সচল রাখা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব প্রাপ্তবয়স্ক, অর্থাৎ ১৮ বছর বয়স থেকে প্রত্যেক নাগরিক ভোটদানের অধিকারী।

২. বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোটারগণ তাদের প্রতিনিধি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রয়োগ করে থাকে।

**গ** 'খ' রাষ্ট্রটির নির্বাচনব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি ও নির্বাচনব্যবস্থায় সাদৃশ্য রয়েছে। নিচে তা দেখানো হলো—

উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রে লক্ষ্য করা যায়, এ রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে এবং গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও কাঠামো সচল করার লক্ষ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটার কর্তৃক জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন এবং সরকার পরিচালনা করেন। অনুরূপভাবে বাংলাদেশেও গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি চালু রয়েছে। সংসদীয় সরকার প্রতিনিধিত্বমূলক। সরকার গঠিত হয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে। বাংলাদেশের নির্বাচনব্যবস্থায় গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়স থেকে বাংলাদেশের সব নাগরিক ভোটদানের অধিকারী হয়। সমগ্র বাংলাদেশকে জনসংখ্যার সমতার ভিত্তিতে এবং ভৌগোলিক অবস্থান ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিবেচনায় রেখে প্রতিনিধি নির্বাচনি এলাকায় বিভক্ত করা হয়। এক একটি নির্বাচনি এলাকা হতে একজন মাত্র প্রতিনিধি প্রত্যক্ষ ভোটে সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপ্রতিনিধিরাই সরকার গঠন ও পরিচালনা করে থাকে।

সুতরাং 'খ' রাষ্ট্রের নির্বাচনব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি ও নির্বাচনব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে, যা উপরোক্ত আলোচনাই প্রমাণ করে।

**ঘ** 'প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ' উক্তিটির যথার্থতা নিচে নির্ণয় করা হলো—

আধুনিক গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। এ শাসনব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং এ নির্বাচিত প্রতিনিধির ওপরই শাসনব্যবস্থা বা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। অর্থাৎ জনগণ তাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জাতীয় সংসদে প্রেরণ করে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে থাকে। নির্বাচন নাগরিকের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। নির্বাচনের মাধ্যমে নাগরিকগণ তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে চায়। তাই নির্বাচন প্রাঙ্গণে নাগরিকবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ্য ও দক্ষ প্রার্থীর পক্ষে সংঘবদ্ধ হয় এবং তাদের পছন্দের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচন হলো জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশের বাহন। জনগণের সার্বভৌমত্ব ও সার্বভৌম ক্ষমতা নির্বাচনের মাধ্যমে নাগরিকদের দ্বারা প্রকাশিত হয়। জনগণ ও নাগরিকের যে অংশ ভোটার, তারা নাগরিক এবং জনগণের পক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। জনগণই যে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটদানের মাধ্যমে। নাগরিকবৃন্দ সর্বদা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষের শক্তি। সুশাসন, দায়িত্বশীলতা, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার ও মৌলিক অধিকারের প্রতি নাগরিকগণ সর্বদা শ্রদ্ধাশীল। নাগরিকগণ নির্বাচনের মাধ্যমে এসব গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা ও বাস্তবায়ন দেখতে চায়। সেই লক্ষ্যে তারা নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এছাড়া নাগরিকরা নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখেন এবং সরকারের একনায়কতান্ত্রিক মানসিকতা দূর করেন। সুতরাং 'প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ' এ কথাটি যথার্থ ও যৌক্তিক।

**প্রশ্ন ১৬** বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলোর মধ্যে একটি নির্বাচন হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে। সে নির্বাচনে একটি বড় রাজনৈতিক দলের স্লোগান ছিল 'দিন বদলের ডাক'। অন্য একটি বড় রাজনৈতিক দলের স্লোগান ছিল 'দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও'। ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন, স্বচ্ছ ব্যালট বাস্তব প্রদান প্রভৃতি নতুন উদ্যোগে নির্বাচন কমিশন একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেয় এদেশের গণতন্ত্রকামী জনগণকে এবং দীর্ঘ দুই বছরের রাজনৈতিক সংকটের অবসান হয়ে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ফিরে আসে।

[কালকারি সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৩/]



- ক. বাংলাদেশে প্রথম কত সালে সংসদ নির্বাচন হয়? ১  
খ. নারীর ভোটাধিকার কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. উদ্দীপকে যে নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন কীভাবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনে? বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে।

খ. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণই সার্বভৌম। আর জনগণের অর্ধেক নারী, তাই নারীর ভোটাধিকার প্রয়োজন।

আধুনিক বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাই নারী। এ অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে ভোটাধিকার বঞ্চিত করে গণতন্ত্র চর্চা সম্ভব নয়। ভোটাধিকার নারী-পুরুষ সবারই জন্মগত অধিকার। উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে নারীরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে। আর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সফল হওয়ার জন্য নারীর ভোটাধিকারই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের অর্থাৎ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনে একটি বড় রাজনৈতিক দলের ম্লোগান ছিল, 'দিন বদলের ডাক'। অন্য একটি বড় দলের ম্লোগান ছিল 'দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও'। এ নির্বাচনেই প্রথম ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এখানে মূলত বাংলাদেশের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে।

কেননা ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর শুরু হয় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সব জোট ও দলের নির্বাচনি প্রচারণা। আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনি ইশতেহারে চাল-ডাল-তেল-সারসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। নির্বাচনি ইশতেহারে শেখ হাসিনা 'দিন বদলের ডাক' দেন। বিএনপি ও চার দলীয় জোটের নির্বাচনি ম্লোগান ছিল 'দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও'। এ বারই প্রথম দেশের কোনো নির্বাচনে মিছিল, ম্লোগান, শোভাউন ছাড়াই নির্বাচনি মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়। এছাড়া এ নির্বাচনেই প্রথমবারের মতো স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স প্রদান করা হয়। এ নির্বাচন নিয়ে যাবতীয় আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা দূর করে ২৯ ডিসেম্বর পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আর উদ্দীপকেও এ নির্বাচনের চিত্রই প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন অর্থাৎ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি বৈধ সরকার গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ফিরে আসে।

২০০৬ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে যখন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মেয়াদ শেষে ক্ষমতা ত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে দায়িত্ব অর্পণ করে, তখন থেকেই দেশে রাজনৈতিক সংকট শুরু হয়। তৎকালীন সংবিধান অনুযায়ী বিধান ছিল যে, কোনো দল ক্ষমতা হস্তান্তরের ৯০ দিন পর জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং মধ্যবর্তী ৯০ দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় থেকে নির্বাচনি প্রক্রিয়া তদারকি করবে। কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক জটিলতা তৈরি হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য উপদেষ্টাদের পদত্যাগের পর ফখরুদ্দীন আহমেদ প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ৯০ দিন পর, সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কারণে সে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রায় দুই বছর পর। আর এভাবে গণতন্ত্রের পথ বৃদ্ধি হয়ে যায়। এ অসহনীয় অবস্থার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ২০০৮ সালের নির্বাচন ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ নির্বাচন সংক্রান্ত সব আশঙ্কা ও গুজবকে ভ্রান্ত

প্রমাণ করে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বস্তুত এ নির্বাচনের মাধ্যমে এ দেশের জনগণ দীর্ঘ দুই বছর পর আবার গণতান্ত্রিক শাসনে ফিরে যাবার সুযোগ লাভ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে দীর্ঘ দুই বছরের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবসান ঘটিয়ে একটি সুষ্ঠু-সুশৃঙ্খল নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আবার গণতান্ত্রিক অবস্থা ফিরে আসে।

প্রশ্ন ১৭. যুগের অগ্রগতিতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তনের কোনো ছোঁয়া লাগেনি রহিম মিয়ার মনে। তাই সে নারীর অধিকারে ও ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করে না। সে কখনই চায় না তার স্ত্রী ভোট প্রদান করুক। এমনকি সে তার মেয়েদেরও ভোট কেন্দ্রে যেতে দেয় না। সে ভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো বিচক্ষণতা নারীরা এখনও অর্জন করতে পারেনি।

[মাগুরা সরকারি মহিলা কলেজ, মাগুরা] প্রশ্ন নং ৮/

- ক. নির্বাচন কি? ১  
খ. সর্বজনীন ভোটাধিকার বলতে কি বুঝ? ২  
গ. উদ্দীপকে রহিম মিয়া নির্বাচনের কোন বৈশিষ্ট্যকে অবমাননা করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. উক্ত বৈশিষ্ট্যটি অবমাননার ফলে শাসন ব্যবস্থায় কিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

### ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. নির্বাচন হলো প্রতিনিধি বাছাইয়ের একটি প্রক্রিয়া।

খ. নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ, ধনী-গরীব এবং শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকার প্রাপ্তিকেই সর্বজনীন ভোটাধিকার বলে।

সর্বজনীন ভোটাধিকার আধুনিক গণতন্ত্রের আদর্শ। আইন প্রণয়ন, সরকার পরিচালনা এবং নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। এর মাধ্যমে সফল গণতন্ত্র নিশ্চিত হয়।

গ. উদ্দীপকের রহিম মিয়া বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার সর্বজনীন ভোটাধিকার বৈশিষ্ট্যকে অবমাননা করেছেন।

নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ এবং শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকার প্রাপ্তিকেই সর্বজনীন ভোটাধিকার বলে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১২২ নং অনুচ্ছেদে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকারের কথা বলা হয়েছে। ভোটদানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সবাই সমান এবং এটা সকল নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার। একজন পুরুষের ভোট যেমন মূল্যবান, তেমনি একজন নারীর ভোটও মূল্যবান। এ ক্ষেত্রে নারীকে ভোট প্রদানে বাধা দেওয়া কিংবা প্রভাবিত করা যাবে না। আর এটাই হলো সর্বজনীন ভোটাধিকারের মূল বৈশিষ্ট্য।

উদ্দীপকে দেখা যায় রহিম মিয়া নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করেন না। সে চায় না তার স্ত্রী ভোট প্রদান করুক। এমনকি সে তার স্ত্রী ও মেয়েদেরও ভোট কেন্দ্রে যেতে দেন না। সে ভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো বিচক্ষণতা নারীরা এখনো অর্জন করতে পারেনি। এর মাধ্যমে রহিম মিয়া বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সর্বজনীন ভোটাধিকারকে অস্বীকার করেছেন। ভোটদানের মাধ্যমে নাগরিক তার প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ নেয়। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে। ভোটাধিকার বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীকে দূরে রাখা যাবে না।

ঘ. উক্ত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সর্বজনীন ভোটাধিকার বৈশিষ্ট্য অবমাননায় শাসনব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলে আমি মনে করি।

গণতন্ত্রের আদর্শকে সমুন্নত রেখে প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে সর্বজনীন



ভোটাধিকারকে নির্বাচনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এর ফলে নারী ও পুরুষ সবাই ভোটার এবং প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে একজন পুরুষ যতটুকু অবদান রাখতে পারে, সুযোগ পেলে একজন নারীও সেবুপ অবদান রাখতে পারে। আর আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক হলো নারী। তাই তাদেরকে বাদ দিয়ে দেশে দক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নারীকে প্রথমত মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে। পরিবার থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে তাদের মতামতকে মূল্যায়ন করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। তাহলেই নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। আর নারীর ক্ষমতায় নিশ্চিত হলে তারা দেশের প্রশাসন, রাজনীতি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। কিন্তু উদ্দীপকের রহিম মিয়ার মনোভাব নারীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে রাখবে। তারা দেশের জনশক্তির অর্ধেক অংশ হওয়া সত্ত্বেও কোনো অবদান রাখতে পারবে না।

আলোচনা শেষে বলা যায়, নির্বাচনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সর্বজনীন ভোটাধিকার অবমাননায় নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

**প্রশ্ন ১৮** আবরার-এর দেশের নাম “ওয়াদিয়া”। এখানে ২০ বছর ধরে সামরিক শাসন চলছে। এদেশের নির্দিষ্ট কিছু সামরিক কর্মকর্তা এবং সরকারি চাকুরিজীবী ছাড়া কেউ ভোট দিতে পারে না। এ সকল ভোটারদের ভোটে সবসময় ঐ সামরিক শাসককে জয়ী হতে দেখা যায়। কিন্তু সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যতীত প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র অর্জন অসম্ভব।

[আদমজী কাস্টিনমেন্ট কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ২/]

- ক. ব্রিটিশ ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন? ১
- খ. “ভাগ কর, শাসন কর”-নীতি বলতে কি বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের সাথে তোমার দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য তুলনা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত লাইনটি বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** ভারতবর্ষের সর্বশেষ গভর্নর ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

**খ.** ভাগ কর ও শাসন কর নীতি হলো ব্রিটিশদের কর্তৃক ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করার একটি রাজনৈতিক কৌশল।

ব্রিটিশরা ১৯০ বছর ভারতবর্ষ শাসন করে। এ দীর্ঘ সময় তারা এ উপমহাদেশে নানা শোষণ, অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছে। তারা এক পক্ষকে খুশি করে নিজেদের পক্ষে রেখে শাসনব্যবস্থাকে পাকাপোস্ত করার পরিকল্পনা করেছিল। তাই তারা সুকৌশলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং উগ্র ধর্মকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে হিন্দু ও মুসলিমরা একে অন্যের জন্য শত্রুতে পরিণত হয়। আর এ সুযোগে ব্রিটিশরা তাদের আকাঙ্ক্ষিত ভাগ কর ও শাসন কর নীতিটি কার্যকর করতে তৎপর হয়।

**গ.** উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের সাথে আমার দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশে সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত। সংবিধানের ১২২ (২) নং অনুচ্ছেদে প্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ ১৮ বছর বয়সী নারী ও পুরুষের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে। নারী, পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক ভোটদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ভোটদানের অধিকারী। বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য ‘এক ব্যক্তি, এক ভোট’ ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আবরার-এর দেশে ২০ বছর ধরে সামরিক শাসন চলছে। এ দেশে নির্দিষ্ট কিছু সামরিক কর্মকর্তা এবং সরকারি চাকুরিজীবী ছাড়া কেউ ভোট দিতে পারে না। আর এ সকল ভোটার সবসময় সামরিক শাসককে নির্বাচনে জয়ী করে। অর্থাৎ এ দেশে গণতন্ত্র এবং নাগরিকদের সর্বজনীন ভোটাধিকার অনুপস্থিত। যেখানে আমাদের দেশের প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকার স্বীকৃত সেখানে আবরার-এর দেশের কতিপয় নাগরিকের ভোটদানের অধিকার রয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় আমাদের দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সাথে উদ্দীপকের দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

**ঘ.** উদ্দীপকের শেষোক্ত লাইনটি হলো- সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যতীত প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র অর্জন সম্ভব নয়।

গণতন্ত্র মানেই হলো জনগণের শাসন। আর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে। সংবিধানে বলা হয়েছে, প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। শুধু জাতীয় পর্যায়ে নয়, স্থানীয় পর্যায়েও নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার নীতি এবং সংবিধানে বর্ণিত সকল নির্বাচন গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে।

সর্বজনীন ভোটাধিকার আধুনিক গণতন্ত্রের আদর্শ। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচন হলো জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশের বাহন। তাই নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশ করে প্রত্যাশিত ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করতে চায়। সেই সাথে তারা নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া নাগরিকরা নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখেন এবং সরকারের একনায়কতান্ত্রিক মানসিকতা দূর করেন।

আলোচনা শেষে বলা যায়, সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যতীত প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

**প্রশ্ন ১৯** গ্রামের প্রান্তিক চাষি জসিম। অভাব-অনটন তার নিত্য সঙ্গী। আর এ সুযোগ গ্রহণ করে সুবিধাভোগী মোড়ল। নগদ টাকার লোভ দেখিয়ে জসিমের ভোট কিনে নেয় সে। জসিমও নগদ টাকা পেয়ে খুশি মনে বাড়ি ফিরে যায়।

[হবিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৯/]

- ক. সর্বজনীন ভোটার অধিকার কী? ১
- খ. নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণ করে কে? ২
- গ. জসিমের চরিত্রে ‘নির্বাচনে নাগরিকের ভূমিকা’ এর কোন বিষয়টি অনুপস্থিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. সূষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচনে জসিম কী ভূমিকা রাখতে পারবে? তোমার মতামত দাও। ৪

#### ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ, পেশা-শ্রেণি নির্বিশেষে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকার প্রাপ্তিকেই সর্বজনীন ভোটাধিকার বলে।

**খ.** নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণ করে নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সমগ্র দেশকে নির্বাচনি সুবিধানীতির ভিত্তিতে কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত করাকে নির্বাচনি এলাকা বলে। সংবিধানের ১২৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি এলাকার সীমা নির্ধারণ করে থাকে।

**গ.** উদ্দীপকে উল্লিখিত জসিমের চরিত্রে সূষ্ঠভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা বিষয়টি অনুপস্থিত।

ভোটাধিকার নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার। আর এ অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নাগরিক সং ও যোগ্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নাগরিক যদি সকল প্রকার লোভ-লালসা পরিত্যাগ করে জেনে-শুনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাহলে



যোগ্য ও দক্ষ জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারে। আর সুষ্ঠুভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করাও সূনাগরিকের একটি গুণ। কিন্তু অনেক অসচেতন নাগরিক টাকার লোভে অসৎ ও অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিয়ে থাকে। উদ্দীপকের জসিমের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, গ্রামের সুবিধাভোগী মোড়ল টাকার প্রলোভন দেখিয়ে গরীব কৃষক জসিমের ভোট কিনে নেয়। জসিম সামান্য কিছু টাকার জন্য নিজের ভোটকে বিক্রি করে দিয়ে অসৎ ও অযোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে ভূমিকা রেখেছে। অযোগ্য ও অসৎ প্রতিনিধিদের কাছ থেকে কখনোই ভালো কিছু আশা করা যায় না। তারা সবসময়ই নিজেদের স্বার্থ উদ্দেশ্যে তৎপর থাকে। তাই প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য হলো দেশ ও জাতির স্বার্থে লোভ লালসার উর্ধ্বে থেকে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করা।

**ঘ** সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে জসিমের মতো অসচেতন ও দায়িত্বহীন নাগরিক কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকে। আর সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সৎ, যোগ্য ও দক্ষ জনপ্রতিনিধির কোনো বিকল্প নেই। সৎ, দক্ষ ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ভোটারদের পছন্দই প্রধান। কিন্তু যদি এ ভোটাররা অসচেতন থাকেন কিংবা কোনোরূপ প্রভাবিত হয়ে ভোট দিয়ে থাকেন তবে নির্বাচনের পরিবেশ বিনষ্ট হয় এবং উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচিত হতে পারে না।

গণতন্ত্রকে সংহত করতে চাইলে সবার আগে ভোটারদের সচেতনতা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাই স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে থেকে শুরু করে প্রত্যেক নির্বাচনেই অনেক ভোটার টাকার বিনিময়ে অযোগ্য লোককে ভোট দিয়ে থাকে। এর ফলে সমাজ ও দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হয় এবং দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিসহ নানা রকম অনিয়ম ঘটে থাকে।

**প্রশ্ন-২০** মিতু তার বাবার কাছে তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের একটি তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচনের গল্প শুনেন। উক্ত নির্বাচনের পূর্বে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৎকালীন সরকারের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের মুখে ঐ সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সংবিধান অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে সকল দলের অংশগ্রহণে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করেন।

[ক্যান্টনমেন্ট গার্লস স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী। প্রশ্ন নং ১১/]

- ক. দুর্নীতি দমন কমিশন কখন প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
- খ. নির্বাচন কমিশন কিভাবে গঠিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশের কোন নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “উক্ত নির্বাচন গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় মাইলফলক” তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

#### ২০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** দুর্নীতি দমন কমিশন ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

**খ** বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হয় যা সংবিধানের ১১৮ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে।

একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ও অনধিক চার জন নির্বাচন কমিশনার (ইসি)-এর সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। নির্বাচন কমিশনারের সংখ্যা রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করবেন। রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগদান করবেন। সংসদের বিধান সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারিত হবে।

**গ** সৃজনশীল ৩নং এর ‘গ’ প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৩নং এর ‘ঘ’ প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন-২১** লোকমানপুর গ্রামের ফারুক সাহেব একজন সৎ ও নির্ভিক ব্যক্তি। তিনি তার এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। আর্থিকভাবে তিনি স্বচ্ছল না হয়েও প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। এলাকাবাসী চাঁদা তুলে তাকে নির্বাচনে দাঁড় করিয়েছে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে তিনি নির্বাচনে জয়লাভও করেন। [দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৯/]

ক. জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল না কোন নির্বাচনে? ১

খ. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কী ধরনের কাজ সম্পাদন করে? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার আলোকে নির্বাচনে জনগণের সক্রিয় ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ২১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ৪র্থ সংসদ নির্বাচনে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল না।

**খ** বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি ব্যবস্থায় আইন বাস্তবায়ন ও সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করে।

সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি সীমানা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা হালনাগাদ, রিটানিং অফিসার ও সহকারী রিটানিং অফিসার নিয়োগ, মনোনয়নপত্র বাছাই, চূড়ান্ত মনোনয়নপত্র প্রকাশ, নির্বাচনি আচরণবিধি ঘোষণা, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন গ্রহণ ও বাতিল, নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা, নির্বাচন গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ এবং নির্বাচিত দলকে সরকার গঠনের জন্য গেজেট প্রকাশসহ বিভিন্ন আইনি কার্যক্রম করে।

**গ** উদ্দীপকের ঘটনার আলোকে বোঝা যায়, নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত সক্রিয়।

জাতীয় রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নেওয়া সম্ভব নয়। তাই তারা নির্বাচনে অংশ নিয়ে ভোটের মাধ্যমে পছন্দের প্রার্থীকে বাছাই করে নেয়। এ কারণেই নির্বাচনে জনগণের সক্রিয় ভূমিকার কথা বলা বাহুল্য। যেকোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন হলো শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ভিত্তি। আর নির্বাচনের প্রাণ হলো জনগণ। তারা নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রতিনিধিকে বাছাই করে নেয়। এর মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা দক্ষ ও উন্নত করতে জনগণ সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। প্রার্থী বাছাই এবং প্রার্থীকে পরাজিত করতে জনগণের ভোটই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়। উদ্দীপকের ঘটনাও এর প্রমাণ বহন করে। এখানে দেখা যায়, লোকমানপুর গ্রামের ফারুক সাহেব প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। তিনি আর্থিকভাবে সবল না হওয়ায় এলাকাবাসীই নিজ উদ্যোগে চাঁদা তুলে তাকে নির্বাচনে দাঁড় করিয়েছে। আবার জনগণের বিপুল ভোটে তিনি নির্বাচিতও হন। সুতরাং দেখা যায়, নির্বাচন নির্ভর করে জনগণের ওপর এবং প্রার্থীর বাছাই নির্ভর করে তাদের ভোটের ওপর।

উপরিউক্ত আলোচনায় নির্বাচনের জনগণের সক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে সহজেই ধারণা পাওয়া যায়।

**ঘ** প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হলো নির্বাচন। আর এ নির্বাচনের প্রাণ হলো জনগণ। জনগণ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাদের পক্ষে দেশের শাসনকার্য পরিচালনায় অংশ নেয়। তাই জনগণ নির্বাচনে অংশ নিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেয় এবং সুযোগ্য প্রতিনিধি বাছাই করে নেয়। জনগণের সমর্থন যে বেশি লাভ করতে সক্ষম হয় সেই দেশের শাসনব্যবস্থায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়। উদ্দীপকের ফারুক সাহেবও এভাবে জনগণের ভোটেই নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ব্যাপক জনসমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। এ কারণেই আর্থিকভাবে সবল না হওয়া সত্ত্বেও জনগণ তাকে চাঁদা তুলে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করায়। বিপুল জনসমর্থন থাকার কারণেই তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করতে সক্ষম হন। মূলত জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতীত উদ্দীপকের ফারুক সাহেব শাসনকার্যে অংশ নিতে পারতেন না। তাই বলা যায়, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।



## অষ্টম অধ্যায়: বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

★★ বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

১. বাংলাদেশে কত বছর বয়স্ক নাগরিক ভোটারদের অধিকারী হয়? [জ্ঞান]
  - ক) ১৭ বছর
  - খ) ১৮ বছর
  - গ) ১৯ বছর
  - ঘ) ২০ বছর
২. 'নির্বাচন' কী? [জ্ঞান]
  - ক) রাষ্ট্রের উপাদান
  - খ) ভোট প্রদানের প্রক্রিয়া
  - গ) প্রতিনিধি বাছাইয়ের প্রক্রিয়া
  - ঘ) প্রতিনিধি মনোনয়নের প্রক্রিয়া
৩. 'ক' রাষ্ট্রে ভূমিহীন মানুষরা ভোটার হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। 'ক' রাষ্ট্রে কোন বিষয়টি অনুপস্থিত? [প্রয়োগ]
  - ক) সর্বজনীন ভোটাধিকার
  - খ) রাজনৈতিক দল
  - গ) চাপস্ফটিকারী গোষ্ঠী
  - ঘ) নির্বাচন
৪. সাজ্জাদ এর দেশে একই ভোটারতালিকা দিয়ে মানুষ স্থানীয় এবং জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিয়ে থাকে। সাজ্জাদ এর দেশে কোন বিষয়টি কার্যকর রয়েছে? [প্রয়োগ]
  - ক) সমভোটাধিকার
  - খ) সহজ ভোটার তালিকা
  - গ) পৃথক ভোটার ব্যবস্থা
  - ঘ) সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব
৫. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় কোন ক্ষেত্রে বয়সের তারতম্য লক্ষ করা যায়? [জ্ঞান]
  - ক) বিভিন্ন নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে
  - খ) ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে
  - গ) নারী ও পুরুষ ভেদে ভিন্নতা
  - ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে প্রার্থীর বয়সের ভিন্নতা
৬. বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একই প্রার্থী সর্বোচ্চ কতটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন? [জ্ঞান]
  - ক) ২টি আসনে
  - খ) ৩টি আসনে
  - গ) ৪টি আসনে
  - ঘ) ৫টি আসনে
৭. বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ শাসন ক্ষমতায় কীভাবে অংশগ্রহণ করে? [অনুধাবন]
  - ক) প্রত্যক্ষভাবে
  - খ) পরোক্ষভাবে
  - গ) চাপস্ফটিকারী গোষ্ঠীর মাধ্যমে
  - ঘ) প্রশাসনের সহায়তায়
৮. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন বক্তব্যটি সঠিক? [উচ্চতর দক্ষতা]
  - ক) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন নির্বাচন
  - খ) দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন
  - গ) ধারাবাহিকতা নেই

৯. সামরিক বাহিনীর অধীনে নির্বাচন নির্বাচন কমিশন সূচু নির্বাচনের স্বার্থে যে ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে— [নির্দিষ্ট ভেদে জ্ঞান, ঢাকা]
  - i. ভোটার তালিকা বিধিমালা সংশোধন
  - ii. ব্যালট বাক্স ব্যবহার
  - iii. চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ
 নিচের কোনটি সঠিক?
  - ক) i ও ii
  - খ) ii ও iii
  - গ) i ও iii
  - ঘ) i, ii ও iii
১০. নির্বাচন একটি— [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিবিল, ঢাকা]
  - i. প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া
  - ii. প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া
  - iii. জনমত যাচাই প্রক্রিয়া
 নিচের কোনটি সঠিক?
  - ক) i ও ii
  - খ) ii ও iii
  - গ) i ও iii
  - ঘ) i, ii ও iii
১১. বাংলাদেশের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য হলো — [ঢাকা কলেজ, ঢাকা]
  - i. সর্বজনীন ভোটাধিকার
  - ii. গোপন ভোটপদ্ধতি
  - iii. একক নির্বাচনি এলাকা
 নিচের কোনটি সঠিক?
  - ক) i ও ii
  - খ) ii ও iii
  - গ) i ও iii
  - ঘ) i, ii ও iii
১২. নির্বাচিত প্রার্থী জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃত— [অনুধাবন]
  - i. দলীয় পর্যায়ে
  - ii. জাতীয় সংসদে
  - iii. শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে
 নিচের কোনটি সঠিক?
  - ক) i ও ii
  - খ) ii ও iii
  - গ) i ও iii
  - ঘ) i, ii ও iii
১৩. নির্বাচনে একজন কর্মী বা রাজনৈতিক নেতা— [অনুধাবন]
  - i. দলীয় প্রার্থীর এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন
  - ii. কারচুপির মাধ্যমে নিজ দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করার চেষ্টা করেন
  - iii. নির্বাচনে নিরপেক্ষতা ও সততা বজায় রাখার চেষ্টা করেন
 নিচের কোনটি সঠিক?
  - ক) i ও ii
  - খ) i
  - গ) i ও iii
  - ঘ) i, ii ও iii
১৪. এদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার পরিবর্তিত হয়েছে— [অনুধাবন]
  - i. হত্যার মাধ্যমে
  - ii. অভ্যুত্থানের মাধ্যমে
  - iii. সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায়
 নিচের কোনটি সঠিক?
  - ক) i ও ii
  - খ) ii ও iii
  - গ) i ও iii
  - ঘ) i, ii ও iii



অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।  
'ক' রাষ্ট্রের ৫ম নির্বাচনটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছে।

সেখানে → প্রাপ্ত বয়স্ক → নাগরিকরা গোপনে তাদের ভোট প্রদান সম্পন্ন করেছে। (ডিকারনমিসা নুন মুকল এত কলেক চাকার)

১৫. অনুচ্ছেদে কী ধরনের ভোটাধিকার ফুটে উঠেছে?

- ক) বিশেষ ভোটাধিকার
- খ) যৌথ ভোটাধিকার
- গ) সরল ভোটাধিকার
- ঘ) সর্বজনীন ভোটাধিকার

১৬. উদ্দীপকের সাথে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে—

- i. গোপন ভোটদান
- ii. সর্বজনীন ভোটাধিকার
- iii. স্তরভিত্তিক ভোটদান

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i, ii ও iii
- খ) i ও ii
- গ) i ও iii
- ঘ) ii ও iii

★★ ১৯৭৩ ও ১৯৭৯ সালের জাতীয় নির্বাচন

১৭. বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচনে (১৯৭৩) কোন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে? [জান]

- ক) আওয়ামী লীগ
- খ) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)
- গ) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল
- ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় লীগ

১৮. বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় কত সালে? [জান]

- ক) ১৯৭৩
- খ) ১৯৭৯
- গ) ১৯৮৬
- ঘ) ১৯৮৮

১৯. কত তারিখে জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? [জান]

- ক) ১৯৭৮ সালের ৫ জানুয়ারি
- খ) ১৯৭৯ সালের ২৭ জানুয়ারি
- গ) ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি
- ঘ) ১৯৮১ সালের ৫ মার্চ

২০. ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে কত জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করে? [জান]

- ক) ১,৫১৪ জন
- খ) ২,০০০ জন
- গ) ২,৩১৫ জন
- ঘ) ২,৩৫২ জন

২১. ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) কত জনকে মনোনীত করে? [জান]

- ক) ৮৯ জন
- খ) ৯০ জন
- গ) ১১২ জন
- ঘ) ২১৪ জন

২২. ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্য হলো— (পরী উচ্চমান একাডেমী লায়ং: মুকল এত কলেক, বগুড়া)

- i. আওয়ামী লীগ ৯৬.৬৬% আসন পায়
- ii. শতকরা ৮৫ ভাগ ভোটদান করে
- iii. আওয়ামী লীগ ৭৩.৬৬% ভোট পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii

গ) ii ও iii  
ঘ) i, ii ও iii  
★★ ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন

২৩. ১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে কত জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন? [জান]

- ক) ১৫২৭ জন
- খ) ১৫৪০ জন
- গ) ১৫৮০ জন
- ঘ) ১৫৯৪ জন

২৪. জাতীয় সংসদ বাতিল করলে কয়দিনের মধ্যে সংসদের নির্বাচন অবশ্যই অনুষ্ঠিত হতে হবে? [জান]

- ক) ৫০ দিন
- খ) ৬০ দিন
- গ) ৮০ দিন
- ঘ) ৯০ দিন

২৫. ১৯৮৬ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]

- i. এর মাধ্যমে গণতন্ত্রের পথ রচিত হয়
- ii. সামরিক শাসনের ভিত নড়বড়ে হয়
- iii. রাজনৈতিক দলগুলোর গ্রহণযোগ্যতা দ্বাঙ্গা পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) ii ও iii
- গ) i ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

★★ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১

২৬. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন প্রণীত হয় কত তম জাতীয় সংসদে? [জান]

- ক) চতুর্থ
- খ) পঞ্চম
- গ) ষষ্ঠ
- ঘ) সপ্তম

২৭. ১৯৯১ সালের নির্বাচন কত তারিখে অনুষ্ঠিত হয়? [জান]

- ক) ১২ জানুয়ারি
- খ) ২৭ ফেব্রুয়ারি
- গ) ১৮ মার্চ
- ঘ) ২০ এপ্রিল

২৮. ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কতটি আসন লাভ করে? [জান]

- ক) ১২০টি
- খ) ১৩০টি
- গ) ১৪২টি
- ঘ) ১৫০টি

২৯. কোন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছিল? [জান]

- ক) দ্বিতীয়
- খ) তৃতীয়
- গ) চতুর্থ
- ঘ) পঞ্চম

৩০. জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকার গঠনের জন্য সাধারণ আসনে কমপক্ষে কতটি আসন পাওয়ার প্রয়োজন হয়? [জান]

- ক) ১৪২টি
- খ) ১৪৫টি
- গ) ১৫১টি
- ঘ) ১৫৫টি

৩১. রহিম বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ কর্তৃক পরিচালিত একটি নির্বাচন নিয়ে পর্যালোচনা করেন। উক্ত নির্বাচন— [প্রয়োগ]

- i. ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত হয়
- ii. গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের প্রাথমিক পদক্ষেপ
- iii. দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) ii ও iii
- গ) i ও iii
- ঘ) i, ii ও iii



★ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯৬ (জুন)

৩২. সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে কত জন সদস্য মোতায়েন করা হয়? [জান]

- ক ২ লক্ষ                      খ ৩ লক্ষ  
গ ৪ লক্ষ                      ঘ ৫ লক্ষ

৩৩. সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণফোরাম কতটি আসনে মনোনয়ন দেয়? [জান]

- ক ৯৫টি                      খ ১০২টি  
গ ১০৪টি                      ঘ ১২০টি

৩৪. সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কতটি আসন লাভ করে? [জান]

- ক ১১০টি                      খ ১১৬টি  
গ ১২৫টি                      ঘ ১৩০টি

৩৫. সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ কত বছর পর ক্ষমতাসীন হয়? [জান]

- ক ১২ বছর                      খ ১৫ বছর  
গ ১৮ বছর                      ঘ ২১ বছর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

বিচারপতি হাবিবুর রহমান স্মরণে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তারা বলেন, তিনি ছিলেন ভাষা সৈনিক, কবি, প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ ও আইনজীবী। অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি দেশের রাজনৈতিক অজ্ঞানে ও স্মরণীয় হয়ে আছেন।

৩৬. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ব্যক্তিত্বের তত্ত্বাবধানে কোন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল? [প্রয়োগ]

- ক পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন  
খ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন  
গ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন  
ঘ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

৩৭. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]

- i. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচন  
ii. অধিক দলের অংশ গ্রহণ কিন্তু মুষ্টিময়ের আসন লাভ  
iii. এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii                      খ ii ও iii  
গ i ও iii                      ঘ i, ii ও iii

★★ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০১

৩৮. অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (২০০১) কোন রাজনৈতিক দল/ জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে? [জান]

- ক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ  
খ ৪ দলীয় ঐক্যজোট  
গ জামায়াতে ইসলামী  
ঘ জাতীয় পাটি

৩৯. ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে কতটি দল অংশগ্রহণ করে? [জান]

- ক ৫০টি                      খ ৫২টি  
গ ৬০টি                      ঘ ৬৫টি

৪০. বাংলাদেশে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত সালে? [জান]

- ক ১৯৭৯                      খ ১৯৮৬  
গ ১৯৯৬                      ঘ ২০০১

৪১. অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের পরিমাণ শতকরা কত ছিল? [জান]

- ক ৬৮.১৭%                      খ ৭০.৫৫%  
গ ৭৫.৫৯%                      ঘ ৮০.৮৩%

৪২. অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী ছিলেন কত জন? [জান]

- ক ১২৩৫ জন                      খ ১৪০০ জন  
গ ১৪৩৯ জন                      ঘ ১৫১৭ জন

৪৩. অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারদলীয় জোট সর্বমোট কতটি আসন লাভ করে? [জান]

- ক ২১০টি                      খ ২১২টি  
গ ২১৪টি                      ঘ ২১৬টি

৪৪. এদেশে বিগত যেসব সংসদ পূর্ণ মেয়াদ পূরণ করে— [অনুধাবন]

- i. ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ  
ii. ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ  
iii. ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii                      খ ii ও iii  
গ i ও iii                      ঘ i, ii ও iii

★ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ ও ২০১৪

৪৫. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বি.এন.পি নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোট মোট কতটি আসন লাভ করে? [জান]

- ক ২৮                      খ ২৯  
গ ৩৩                      ঘ ৩১

৪৬. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (২০০৮) কোন রাজনৈতিক জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে? [জান]

- ক আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট  
খ বি.এন.পি-জামায়াতের ৪ দলীয় জোট  
গ স্বতন্ত্র  
ঘ এল.ডি.পি

৪৭. দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়— [দিন ক্রম ক্রমিক চাক]

- ক ৪ জানুয়ারি ২০১৪                      খ ৫ জানুয়ারি ২০১৪  
গ ৬ জানুয়ারি ২০১৪                      ঘ ৭ জানুয়ারি ২০১৪

৪৮. বাংলাদেশে মোট কতবার জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে? [সরকারি পবন বুলবুল ক্রমিক, পাবনা, নজরুল সরকারি মহিলা কলেজ]

- ক ৫                      খ ৭  
গ ১০                      ঘ ১১

৪৯. বাংলাদেশে সর্বশেষ কততম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? [১৯৭৯-এর ৪৮তম]

- ক অষ্টম                      খ নবম  
গ দশম                      ঘ একাদশ



৫০. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি কতটি আসনে জয়লাভ করে? [জান]

- (ক) ২১টি (খ) ২৫টি  
(গ) ২৩টি (ঘ) ২৪টি

৫১. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কত জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন? [জান]

- (ক) ৪৫ জন (খ) ৫৫ জন  
(গ) ৬০ জন (ঘ) ৬৫ জন

৫২. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ে কে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন? [অনুধাবন]

- (ক) মাহমুদুল হাসান  
(খ) শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি  
(গ) মওদুদ আহমদ  
(ঘ) ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা

৫৩. দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কতটি আসন লাভ করে? [জান]

- (ক) ২৩২টি (খ) ১২৮টি  
(গ) ১২৯টি (ঘ) ১৩০টি

★★ নির্বাচনে নাগরিকের ভূমিকা; নির্বাচনে নাগরিকের অংশগ্রহণের গুরুত্ব

৫৪. গণতন্ত্র কী ধরনের শাসনব্যবস্থা? [অনুধাবন]

- (ক) প্রাচীন (খ) স্বৈরাচারী  
(গ) প্রহসনমূলক (ঘ) প্রতিনিধিত্বমূলক

৫৫. ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকদের কি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়? [বি. কো. ১৫, রা. কো. ১৫]

- (ক) ভোটার (খ) নির্বাচক  
(গ) নির্বাচকমণ্ডলী (ঘ) সূনাগরিক

৫৬. নাগরিকদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি? [নিউজ তেক্সট, টাঙ্ক]

- (ক) প্রার্থী বাছাই (খ) শাসনকার্য পরিচালনা  
(গ) প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালন  
(ঘ) শুধু সমালোচনা করা

৫৭. নির্বাচনে নাগরিকদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন কেন? [ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ]

- (ক) রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য  
(খ) সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য  
(গ) অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য  
(ঘ) ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করার জন্য

৫৮. রাষ্ট্রের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য কোনটি অপরিহার্য? [অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা]

- (ক) স্বৈরসরকার  
(খ) নির্বাচিত সরকার  
(গ) অনির্বাচিত সরকার  
(ঘ) ঘোণ্য ও দক্ষ সরকার

৫৯. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কোনটির গুরুত্ব অপরিসীম? [অনুধাবন]

- (ক) রাজনৈতিক দলের (খ) আমলাদের  
(গ) নাগরিকের (ঘ) সরকারের

৬০. নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ফলে জনগণের কোন জ্ঞান

বৃদ্ধি পায়? [জান]

- (ক) অর্থনৈতিক (খ) সামাজিক  
(গ) রাজনৈতিক (ঘ) বাণিজ্যিক

৬১. কোনটির মাধ্যমে জনগণ তাদের পছন্দমত প্রতিনিধি নির্বাচিত করে? [জান]

- (ক) নির্বাচন (খ) দলীয় কর্মসূচি  
(গ) সেনাবাহিনী (ঘ) চাপসুটিকারী

৬২. ভোটাধিকার প্রয়োগ নাগরিকের কী রূপ অধিকার? [জান]

- (ক) অর্থনৈতিক অধিকার  
(খ) সামাজিক অধিকার  
(গ) রাজনৈতিক অধিকার  
(ঘ) সাংস্কৃতিক অধিকার

৬৩. সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতির ফলে কোনটি ঘটে? [জান]

- (ক) মন্ত্রীদেব উন্নতি (খ) নাগরিকদের উন্নতি  
(গ) সচিবদের উন্নতি (ঘ) আমলাদের উন্নতি

৬৪. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যা প্রয়োজন— [অনুধাবন]

- i. রাষ্ট্রের জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন  
ii. রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন সাধন  
iii. নির্বাচনে নাগরিকের সর্বাধিক অংশগ্রহণ  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii  
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬৫. জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত হলো— [নিরাকরণ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ]

- i. সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করা  
ii. জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ  
iii. ভোট দান না করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii  
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৬ ও ৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
ফিরোজ এ বছর প্রথম ভোটার হিসেবে ভোট প্রদান করে। সে প্রার্থীর দলীয় পরিচয় বিবেচনায় না এনে বরং তার সততা, যোগ্যতা ও দক্ষতার বিষয়টি খেয়াল করে ভোট প্রদান করে। [বি. কো. ১৫]

৬৬. অনুচ্ছেদে বর্ণিত ফিরোজ কোন ধরনের অধিকার ভোগ করেছে?

- (ক) অর্থনৈতিক (খ) সাংস্কৃতিক  
(গ) সামাজিক (ঘ) রাজনৈতিক

৬৭. অনুচ্ছেদের ফিরোজের মত সকল ভোটার একই দিক বিবেচনা করলে—

- i. সূনাগরিকতার বিষয়টি গুরুত্ব পাবে  
ii. উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচিত হবে  
iii. জনকল্যাণ নিশ্চিত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii